যুগান্তর

তারিখ ... 02 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... 2

শিশু শিক্ষায় চাই আনন্দময়

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও মানসম্মত শিক্ষার কী ভূমিকা রয়েছে— এ বিষয়টি বহুল আলোচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার সব স্তরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে যে দক্ষ জনবল তৈরি হবে, তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে— এটি বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাথমিকের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী যে এ পরীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছে এটি স্পষ্ট। অষ্টম শ্রেণীর আগে 'একটি' নাকি 'দুটি' সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এ আলোচনা থেকে শিক্ষার প্রতি অভিভাবক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার বিশেষ আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অল্প বয়সে শিশুরা বারবার পরীক্ষার মুখোমুখি হলে এতে তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা শিশুর শিক্ষাজীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে— এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার।

বর্তমানে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের 'পরীক্ষার্থী' হিসেবে তৈরি করার যে প্রতিযোগিতা চলছে, এ প্রতিযোগিতা শিশুদের মানসিক বিকাশে কী প্রভাব ফেলবে, এ দিকটিও বিবেচনায় রাখা দরকার। প্রাথমিকের কোনো কোনো শিক্ষক তাদের কোচিং বাণিজ্যের স্বার্থে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার পক্ষে নিজেদের আগ্রহের কথা জানালেও বর্তমানে অনেক অভিভাবকও এ পরীক্ষা চালু থাকার পক্ষে নিজেদের আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আবার অনেকে এ পরীক্ষার বিপক্ষে নিজেদের জোরালো মন্তব্য তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষাবিদসহ সচেতন নাগরিকরা বিশেষ ভূমিকা না রাখলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা জোরালো হবে।

সরকারিভাবে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার পরও প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরে কিংবা তার আগে দারিদ্র্যের কারণেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া এসব শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে দেশের উন্নয়নে এরা কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এ প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রয়োজনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে এসব শিশুকে উন্নত নৈতিকতার চর্চায় কী করে আগ্রহী করে তোলা যায়, এ নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো না হলে সেখানকার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়বে। এ সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে শহরমুখী হওয়ার কথা চিন্তা করবে। এতে শহরমুখী মানুষের স্রোত আরও বাড়বে। যেসব শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের সামনে গুণীজনের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হলে তারা উন্নত নৈতিকতার চেষ্টায় আগ্রহী হবে, এমনটাই আশা করা যায়।

আকর্ষণীয় বেতন স্কেল চালু না হলে মেধাবীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে না। শিক্ষকদের অব্যাহত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

বিন্দু থেকে সিন্ধু

সালমা ইসলাম

২

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। বর্তমানে সব দেশেই শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কাজেই বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। স্বশিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রে
বর্তমান বাস্তবতায় কোনো ব্যক্তির প্রাথমিক শি
মজবুত না হলে তার পক্ষে স্বশিক্ষিত হওয়
অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে একজন স্বশি

গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো না হ
সেখানকার বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়বে। এ সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী
অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে শহর
হওয়ার কথা চিন্তা করবে। এতে শহরমুখী মানুষের স্রোত আরও বা
যেসব শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বিশেষ ব্যব
তাদের শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের সা
গুণীজনের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হলে তারা উন্নত নৈতিকতার
চেষ্টায় আগ্রহী হবে, এমনটাই আশা করা যায়।

বরং অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে কী করে এগিয়ে থাকা যায়, এ নিয়েই আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে হবে। এ খাতে বিনিয়োগ না বাড়লে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের সংখ্যা কতটা বাড়বে এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, যুগে যুগে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাননি এমন ব্যক্তিরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে

সমাজের উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম
সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চশিক্ষার সুযোগ প
ব্যক্তিদের পক্ষে বর্তমান বাস্তবতায় সমাজের উন্ন
রাখার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ছে। এমন বাস্তব
শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ
অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষার
করতে হবে। এভাবে প্রতিটি শিশুর মনে এমন
করতে হবে যে, ওই শিশু আজীবন বই পাঠের প্র
আগ্রহ প্রকাশ করবে। প্রতিটি শিশুর মনে এমন

চট্টগ্রামে ঈদের কেনাকা

মার্কেটগুলোতে শে মুহূর্তে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

চট্টগ্রাম ব্যুরো

শেষ মুহূর্তে ঈদের কেনাকাটায় নগ
মার্কেটগুলোতে উপচে পড়া ভিড়
হয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিনে চট্টগ্রা
ঈদবাজার ছিল জমজমাট। অভিজ
মার্কেট থেকে ফুটপাত পর্যন্ত সর্ব
ছিল ক্রেতাদের উপচে পড়া ভি
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ তা
স্বজন ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে ঈ
নতুন পোশাক কিনতে মার্কেটগুলো
ভিড় করেছেন।

শুক্রবার দুপুরের পর থেকে নগ
নিউমার্কেট, টেরিবাজার, জহুর হক
তামাকুমণ্ডি লেন, সানমার ওশান সি
ভিআইপি টাওয়ার, আফমি প্লাজা, চিট
শপিং কমপ্লেক্স, গুলজার টাওয়ার,
টাওয়ার, কেয়ারি ইলিশিয়াম, আ
সেন্টার, আখতারুজ্জামান সেন্টার, লা

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

রাজধানীর বাসাবো বৌদ্ধ মহাবি
মোহাম্মদ নাসিম

প্রতীক্ষিত দুটি চার লেন সড়কের উদ্বোধন আজ

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশে
ঢাকা-চট্টগ্রাম ও জয়দেবপু
ময়মনসিংহ চার লেন প্রকল্পের উদ্বো
হতে যাচ্ছে আজ। প্রধানমন্ত্রী
হাসিনা প্রকল্প দুটির উদ্বোধন করবে
তার এর মধ্য দিয়ে দেশের স